Department of Political Science
Md Jamirul Islam
CC1 GE II
Semester -II

উদারনৈতিক গণতন্ত্র (Liberal Democracy)

"উদারনৈতিক গণতন্ত্র' একটি যুগল শব্দ, যার মধ্যে রয়েছে, যথাক্রমে উদারনীতি' ও 'গণতন্ত্র'। 'উদারনীতি' অপেক্ষা 'গণতন্ত্র' শব্দটি বহু প্রাচীন। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে প্রাচীন গ্রিক নগর-রাষ্ট্রে এই ধারণাটির উদ্ভব। গণতন্ত্রের ইংরেজি প্রতিশব্দ 'ডেমোক্রাসি', যা দুটি গ্রিক শব্দ 'ডেমস' এবং 'ক্রাটিয়া'-র মেলবন্ধনে গঠিত। ব্যুৎপত্তিগতভাবে এবং বাস্তবিক ক্ষেত্রেও গণতন্ত্রের অর্থ হল 'জনগণের দ্বারা শাসন'। কিছু ধারণাগত দুর্বলতা ও বাস্তব বিরোধিতা থাকা সত্ত্বেও গণতন্ত্রের আদর্শ আজও সমাদৃত যার প্রমাণ পাই যখন দেখি বর্তমান পৃথিবীর প্রায় সকল প্রকার শাসনব্যবস্থাই নিজেদের কোনো না কোনোভাবে গণতান্ত্রিক বলে দাবি করে। তবুও এই ধারণাটি যথেষ্টই অস্পষ্ট। প্রাচীন গ্রিক নগর-রাষ্ট্রের সময় থেকে এই আধুনিককাল অবধি জনগণের একটি বড়ো অংশ-ই গণতান্ত্রিক অধিকার ভোগে বঞ্চিত। গত শতাব্দীর বেশ কিছু সময় পর্যন্ত নারীরাও ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও গণতন্ত্র ভোগের অধিকার থেকে দীর্ঘদিন পর্যন্ত কেবলমাত্র নারী ও শিশুদেরই বঞ্চিত করেনি, কৃষ্ণাঙ্গ ও রেড ইন্ডিয়ানদেরও বঞ্চিত করেছিল।

এস. ই. ফাইনার-এর মতে, যদিও গণতন্ত্রের বহু সংজ্ঞা রয়েছে, তবুও গণতন্ত্রের কতকগুলি প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহকে প্রতিষ্ঠা করা উচিত। তাঁর মতে উক্ত উপাদানগুলি হল : (১) সরকার জনমতের দ্বারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়, সুতরাং সরকারকে সর্বদাই তার কর্তৃত্বের উৎস যে জনগণ তার প্রমাণ স্বরূপ জনগণের কাছে দায়বদ্ধ থাকতে হয়। (২) জনমতের অবাধ প্রকাশ সুরক্ষিত থাকে। জনগণ যাতে তার স্বাধীন মতামত পেশ করতে পারে, সেইজন্য প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে 'ধ্বনি' ও পরোক্ষ গণতন্ত্রে 'ভোট'-এর অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ

১. শাসনতান্ত্রিক

(ক) লিখিত সংবিধান—বর্তমানে ব্রিটেন ব্যতীত সকল উদারনৈতিক গণতন্ত্রের সংবিধানই লিখিত। ব্যক্তিস্বাধীনতাকে রক্ষা করতে হলে সরকারের ক্ষমতার আইনগতভাবে স্পষ্ট সীমারেখা থাকা আবশ্যক, যা একমাত্র সম্ভব লিখিত চরিত্রের সংবিধানে। ব্রিটেনে লিখিত সংবিধান না থাকলেও ১৬৮৮ সালে ক্রমওয়েলের গৌরবময় বিপ্লবের পর হতে তিন শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে গড়ে ওঠা শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি, যেগুলি পরিবর্তনশীল সময়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিভিন্নভাবে ব্রিটেনের সরকারের ক্ষমতাকে ক্রমশ অধিক থেকে অধিকতরভাবে সীমিত করেছে। অবশ্য, সংবিধান লিখিত হলেই সরকার সীমিত হয় না, যার উদাহরণ বিংশ শতাব্দীর কিছু কিছু স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা, যেমন হিটলারের জার্মানি বা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি। উদারনৈতিক গণতন্ত্রে সাংবিধানিক পথে তিনভাবে সরকারের ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। যথা আইনসভার কাছে মন্ত্রীপরিষদের দায়িত্বশীলতা, ক্ষমতা-স্বতন্ত্রীকরণ ও নিয়ন্ত্রণ- ভারসাম্যের নীতি এবং বিচার বিভাগীয় পুনর্বিবেচনা।

(খ) মন্ত্রীসভার দায়িত্বশীলতা – সরকার, অর্থাৎ শাসনবিভাগকে, নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রীপরিষদের সদস্যরা ব্যক্তিগত ও যৌথভাবে আইনসভার নির্বাচিত কক্ষের কাছে দায়িত্বশীল থাকে। আইনসভা

কোনো কোনো বিষয়ে মন্ত্রীদের জবাবদিহি চাওয়া থেকে শুরু করে সামগ্রিক মন্ত্রীসভার প্রতি অনাস্থাজ্ঞাপন পর্যন্ত পদ্ধতির মাধ্যমে শাসনবিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে।

(গ) ক্ষমতা-স্বতন্ত্রীকরণ ও নিয়ন্ত্রণ-ভারসাম্য নীতি — সাবেকি রাষ্ট্রপতিশাসিত শাসনব্যবস্থায়, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, শাসনবিভাগকে নিয়ন্ত্রণে রাখার দুটি সাংবিধানিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। প্রথমত, শাসনবিভাগ, আইনবিভাগ ও বিচারবিভাগের ক্ষমতার এলাকাগুলিকে সংবিধানের প্রথম তিনটি ধারার মধ্য দিয়ে পৃথক করে দেওয়া হয়েছে, যার উদ্দেশ্য বিভাগীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে কোনো একটি বিভাগের অন্য বিভাগের ক্ষমতা কুক্ষিগত করে স্বৈরাচারী হয়ে ওঠার সম্ভাবনাকে দূর করার জন্য। অন্যদিকে, সংসদীয় ব্যবস্থার মতো আইনসভার প্রাধান্য না থাকলেও, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিটি বিভাগই অন্য দুটি বিভাগের সহযোগিতার ওপর নির্ভরশীল। এই পারস্পরিক নির্ভরশীলতাই প্রতিটি বিভাগের ক্ষমতাকে সীমিত করে।

(ঘ) নিরপেক্ষ বিচারালয় — উদারনৈতিক গণতন্ত্রগুলিতে শাসনবিভাগের ক্ষমতার সীমারেখা অতিক্রম করার সম্ভাবনার পথে একটি নিরপেক্ষ ও স্বাধীন বিচারবিভাগ প্রধান অন্তরায়ের কাজ করে। অসাংবিধানিক ও অযৌক্তিক প্রশাসনিক বিধি ও আদেশের হাত থেকে ব্যক্তিস্বাধীনতাকে সুরক্ষিত করার দায়িত্ব বিচারবিভাগের। মার্কিন সুপ্রিমকোর্ট বিচারবিভাগীয় পুনর্বিবেচনা ব্যবস্থার সুবাদে কোনো আইন বা প্রশাসনিক আদেশ যদি সংবিধান-বিরোধী বলে মনে করে তাহলে সেই আইন বা আদেশকে নাকচ করতে পারে। ফ্রান্সেও যে-কোনো নাগরিক দেশের প্রশাসনিক আদালত, Council of States-এর কাছে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের তরফে ক্ষমতার সীমা লঙ্ঘন করে যাওয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে পারে। প্রশাসনিক আদালত ঐ অভিযোগ সঠিক বলে মনে করলে যে প্রশাসনিক আদেশ ক্ষমতার সীমানা অতিক্রম করেছে সেইটিকে খারিজ করতে পারে। এই বিশেষ দায়িত্ব আদালত যাতে যথাযথভাবে পালন করতে পারে সেইজন্য উদারনৈতিক গণতন্ত্রে আদালতের বিচারকদের নিয়োগ, অপসারণ ও বেতনের দায়িত্ব শুধুমাত্র শাসনবিভাগের হাতে রাখা হয় না, বা এইগুলি সম্বন্ধে বিশেষ সাংবিধানিক শর্তাবলি নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়।

(ঙ) নাগরিকদের মৌল অধিকার—সব উদারনৈতিক গণতন্ত্রেই নাগরিকদের কতকগুলি আবশ্যকীয় অধিকারকে মৌলিক হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে অন্যতম প্রধান স্বাধীনতার অধিকার। অবশ্য, স্বাধীনতার অধিকারের মৌলিকত্বের সাংবিধানিক স্বীকৃতি নাগরিকদের পক্ষে এই অধিকারকে কার্যকরী করে তোলার পক্ষে যথেষ্ট নয়, তা নির্ভর করে সামগ্রিক সামাজিক রাজনৈতিক পারিপার্শ্বিকে ব্যক্তিস্বাধীনতার ওপর কতখানি মূল্য আরোপ করা হয় বা স্বাধীনতা ভোগের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলি কতদূর বা কী পরিমাণে বর্তমান তার ওপর। কেন্দ্রীয়ভাবে নির্দেশিত রাজনৈতিক সমাজে বা চূড়ান্ত ফা-বৈষম্যের সমাজে, স্বাধীনতার অধিকার ভোগ করবার জন্য আবশ্যকীয় আনুষঙ্গিক শর্তাবলি সকলের জীবনে থাকে না।

২. রাজনৈতিক-সামাজিক

(ক) অবাধ ও স্বাধীন নির্বাচন ব্যবস্থা উদারনৈতিক গণতন্ত্রগুলিতে ব্যক্তি স্বাধীনতার একইসঙ্গে প্রয়োগ ও সুরক্ষার জন্য এবং আইনসভায় জনপ্রতিনিধি বা রাষ্ট্র প্রধান নির্বাচনের অধিকারকে সুরক্ষিত করার জন্য সংবিধান বা আইন-নির্দিষ্ট একটি বিশেষ নির্বাচন সংস্থা থাকে। অবাধ ও সার্বজনীন নির্বাচন মানুষের স্বাধীনভাবে শাসক নির্বাচনের সুযোগ করে দেয়।

(খ) প্রতিযোগিতামূলক দল ব্যবস্থা স্বাধীনভাবে জনপ্রতিনিধি বা শাসক নির্বাচন করতে হলে নাগরিকদের রাজনৈতিক বিকল্পের সন্ধান পেতে হবে। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় রাজনীতির প্রেক্ষাপটে দেখা যায় যে রাজনৈতিক দলগুলির উদ্ভব বা সাংগঠনিক প্রসার নির্বাচন ও ভোটাধিকারের সম্প্রসারণের সঙ্গে সমান্তরাল ছিল। দেশীয় রাজনীতিতে ন্যূনতম দুটি প্রধান রাজনৈতিক দল না থাকলে জনগণ যেমন স্বাধীন পছন্দের সুযোগ পায় না, তেমনই কোনো একটি দলের সম্ভাব্য অপশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-সংগ্রামের দলীয় মঞ্চও পায় না। তাই, একদলীয় ব্যবস্থা ও উদারনৈতিক গণতন্ত্র আদৌ সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তবে সাম্প্রতিককালে পশ্চিমের উদারনৈতিক গণতন্ত্রগুলিতে দল ও দলীয় রাজনীতির প্রতি মানুষের আনুগত্য ও আস্থা হ্রাস পাচ্ছে। অন্যদিকে, সমান্তরালভাবে ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার মঞ্চ হিসাবে গণসমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ওপর মানুষের নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

(গ) স্বার্থগোষ্ঠী—উদারনৈতিক গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলগুলি যেমন ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রসার ও সংরক্ষণের মাধ্যম রূপে কাজ করে, তেমন ভূমিকাই পালন করে স্বার্থগোষ্ঠীগুলি ব্যক্তি স্বার্থের ক্ষেত্রে। অন্তর্ভুক্তিকরণের মাপকাঠিতে রাজনৈতিক দলের তুলনায় স্বার্থগোষ্ঠীগুলি নিম্নতর হলেও, দলের অপেক্ষায় গোষ্ঠীগুলি সদস্যদের সঙ্গে মানসিকভাবে নিকটতর। অন্যদিকে, প্রথম উদ্ভবের সময় স্বার্থগোষ্ঠীগুলি অনেক বেশি বৃত্তি বা পেশা-কেন্দ্রিক থাকলেও, বর্তমানে মানুষের জীবনের বহুবিধ দিকের সঙ্গেই স্বার্থগোষ্ঠীগুলি সম্পর্কযুক্ত, যার মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মানবাধিকার বা নাগরিক অধিকার। সাম্প্রতিককালে উদারনৈতিক গণতন্ত্রের প্রধান পরিচয় নাগরিক অধিকার রক্ষায় তার আপেক্ষিক সাফল্য বা ব্যর্থতা হওয়ার জন্য অধিকার রক্ষার গোষ্ঠীগুলি যথেষ্ট প্রাধান্য অর্জন করেছে।

(খ) স্বাধীন গণমাধ্যম উদারনৈতিক গণতন্ত্র গণ-নির্ভর রাজনৈতিক ব্যবস্থা, মানুষের স্বাধীনভাবে সৃষ্টি হওয়া ও প্রকাশ করা মতামতই রাষ্ট্রের দিকনির্দেশ করে। মধ্যযুগের নিয়ন্ত্রিত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের রূপ ছিল উদারনীতি – স্বাধীনভাবে চিন্তা, স্বাধীন মতপ্রকাশ ও তার ভিত্তিতে যা কিছু সাবেকি তার বিরুদ্ধে পরিবর্তনের ঝড় তোলা। পশ্চিমে মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার ও প্রসার ও সংবাদপত্রের আবির্ভাব ব্যক্তি- স্বাধীনতারও সম্প্রসারণ নিয়ে আসে। পরবর্তীকালে দল, স্বার্থগোষ্ঠী ও গণসমাজের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলির সৃষ্টি ও প্রসারেও সংবাদপত্র, রেডিও ও টেলিভিশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করেছিল। বর্তমানেও গণমাধ্যমের প্রতিষ্ঠান- বিরোধী ভূমিকা আলোচনার অবকাশ রাখে না।

৩.অর্থনৈতিক

(ক) কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের অনুপস্থিতি – উদারনীতিবাদের সূত্রপাত ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের ইংল্যান্ডে সমাপ্ত সমাজব্যবস্থা নির্বাণের বিরুদ্ধে উঠতি পুঁজিবাদী গোষ্ঠীর স্বাধীনতার সংগ্রামের মধ্যে। তাই জন্মলগ্ন থেকেই উদারনীতিবাদের অন্যতম স্তম্ভ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। উদারনৈতিক গণতন্ত্রে সেইজন্য অর্থনীতিকে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত রাখার প্রচেষ্টা বা দাবি করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পরবর্তী তিন দশকে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক প্রয়োজনে অর্থনীতির ওপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ছিল। ১৯৮০-র দশক পরবর্তীকালে দেখা যায় যে রাষ্ট্র পুনরায় অর্থনীতির জগতের আধিপত্যের স্থান থেকে সরে যেতে শুরু করে। সব না হোক, অন্তত পশ্চিমি দুনিয়ার উদারনৈতিক গণতন্ত্রগুলিতে রাষ্ট্রীয় নাস্ত্রেমুক্ত অর্থনীতিই বর্তমানের বাস্তব। অর্থনীতির বেসরকারিকরণ সেইজন্য উদারনৈতিক গণতন্ত্রের অন্যতম লক্ষণ।

অতি সাম্প্রতিক কালে, উদারনীতিবাদের ধারণাগত ব্যঞ্জনা পরিবর্তিত হয়েছে। ডি. এল. শেঠ এবং আশিস নন্দী তাদের দ্য মালটিভার্স অফ ডেমক্র্যাসি গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে, উদারনৈতিক গণতন্ত্র বর্তমানে বিশ্বসমরূপতাকরণে (গ্লোবাল হোমোজেনাইজেশন)-র প্রধান কর্মসূচির একটি অংশ ("Liberal democracy is now part of the larger agenda of global homogenization")। তাঁরা আরও বলেছেন, "This special project of globalizing liberal democracy is concerned with ensuring the governability, of a country to maintain the stability of the world market and openness of a political order to global political institutional and economic initiatives." (অর্থাৎ, উদারনৈতিক গণতন্ত্রের বিশ্বায়নের অন্যতম উদ্দেশ্য রাষ্ট্রের শাসনযোগ্যতা বৃদ্ধি করে বিশ্ব বাজারের স্থায়িত্ব সুরক্ষিত করা, এবং আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক প্রাতিষ্ঠানিক ও অর্থনৈতিক উদ্যোগের সাফল্যের জন্যে রাষ্ট্রকে মুক্ত চরিনের করে গড়ে তোলা।)

আন্তর্জাতিক অর্থনীতির মান বজায় রেখে যে সমস্ত রাষ্ট্রগুলি উন্নত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের তালিকায় শীর্ষে অবস্থান করছে, সেই সকল রাষ্ট্রগুলিকে সমকালীন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা উদার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। জন ম্যাককরমিক-এর মতে উদারনৈতিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা হল শিল্পোত্তর এবং মুক্ত-বাজারি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। তিনি তাঁর কম্পারেটিভ পলিটিকস্ ইন ট্রানজিসন গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে, উদার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হল এমন এক রাষ্ট্র যা আপেক্ষিককভাবে স্থিতিশীল, সমৃদ্ধশালী এবং শহরকেন্দ্রিক, যেখানে নির্দিষ্ট চরিত্রের স্থিতিশীল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি বিদ্যমান এবং যেখানে রাষ্ট্রের প্রতি জনগণের প্রচুর পরিমাণ আস্থা রয়েছে। সুতরাং, গণতন্ত্ররূপে পরিচিত সকল রাষ্ট্রই উদার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র নয়, মাত্র তিরিশটি রাষ্ট্রকে এই শ্রেণিতে ফেলা যায়, যেগুলি অধিকাংশই পশ্চিম ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার অন্তর্ভুক্ত, এছাড়াও রয়েছে অস্ট্রেলিয়া ও আপান। উদার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার চরিত্র আরও সম্যকভাবে বোঝার জন্য ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সুইজারল্যান্ডের কতকগুলি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও পদ্ধতি আলোচনা করা হল।